দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 02 MAR 1996
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মেয়াদোত্তীর্ণ চাকসু ও প্রশাসনিক নীরবতা

।। উৎপল ভট্টাচার্য ।।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১লা মার্চ

চাকসু, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় সংসদ। দীর্ঘদিন যাবৎ মেয়াদ উত্তীর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিনিধিত্বকারী এই সংগঠনটি বাংলাদেশের থার্ড পার্লামেন্ট হিসেবে স্বীকৃত, অথচ নতুন নির্বাচনও দিচ্ছেন না প্রশাসন।

চাকসু নির্বাচনে প্রতিবন্ধকতা

চাকসু নির্বাচন নিয়ে টালবাহানা অনেক দিন ধরেই। ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারিতে শেষবারের মত চাকসু নির্বাচন হয়। দীর্ঘ ৮ বছর পর '৯০-এর নির্বাচন হয়েছিল। '৮২ থেকে '৯০ এ ৮ বছর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পুনঃ পুনঃ হাতবদল, ক্ষমতার ষড়যন্ত্রে অচল করে রাখা হয়েছিল চাকসুকে। বর্তমানে সেই প্রক্রিয়ারই পুনরাবৃত্তি চলছে।

গঠনতন্ত্র অনুযায়ী চাকসু প্রতিনিধিদের এক বছরের জন্য নির্বাচিত করা হয় অর্থাৎ চাকসুর মেয়াদকাল ১ বছর। '৯৬-র শুরুতে চাকসুর মেয়াদ শেষ হল ৫ বছর হয়েছে। অথচ উদ্যোগ নেই নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের। যে কাজ '৯০-এর সামরিক শাসক করতে পেরেছিল পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিতরা তা পারেনি, এটা গণতান্ত্রিক সরকারেরই ব্যর্থতা, এছাড়া কিছু ব্যক্তি, দল চায় না চাকসু নির্বাচন হোক কারণ চাকসুতে তাদের বিরোধীরা ক্ষমতায় গেলেই তল্পিতল্পা গুটাতে হবে তাদেরকে। তাই যে কোনভাবে চাকসু নির্বাচন ঠেকানোই তাদের উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সফল তারা। '৯০-এর পরবর্তীতে ক্যাম্পাসে দু'দফায় ৩ বছরের মত রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ।

চাকসু নেই তবুও চাকসুর খরচ

নির্বাচিত চাকসুর মেয়াদ শেষ হয়েছে '৯১-এর ফেব্রুয়ারিতে। অথচ আজও টিকে আছে বহাল তবিয়তে। গঠনতান্ত্রিক আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে এখনও টিকে আছে কর্মকান্ডহীন চাকসু। ৫ বছরেও বাতিল হয়নি মেয়াদোত্তীর্ণ চাকসু। '৯৩-৯৪ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয় বাজেটে চাকসু বাবদ খরচ হয়েছে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা, '৯৪-৯৫তে ৩ লাখ ২৪ হাজার এবং '৯৫-৯৬তে ৩ লাখ ১৫ হাজার টাকা খরচ ধরা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে চাকসু কর্মকান্ডে সহায়তাকারী ২৫ জন শিক্ষক কর্মচারীর বেতন ভাতা বাবদ টাকা। চাকসুর কর্মকান্ড নেই ৫ বছর যাবৎ অথচ এ বাবদ বিরাট অংকের টাকা গুনতে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়কে, যদিও এই টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের দেয় টাকা এবং সরকারি অনুদান হতে প্রাপ্ত।

গত ৫ বছরে চাকসুর তত্ত্বাবধায়নে হয়নি কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কোন প্রতিযোগিতা, বের হয়নি কোন বার্ষিকী তবুও চাকসু কর্মকান্ডে সহায়তাকারীর সংখ্যা এবং এর বাজেট কি অত্যধিক নয়'- এই প্রশ্ন জনৈক ছাত্রের।

চাকসুর নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কে কোথায়,

চাকসুর ২৭ জন প্রতিনিধির ২৫ জনই বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবন শেষ করেছেন। '৯০-এর নির্বাচনে যারা প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, যারা নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদের বেশির ভাগই অনার্স ফাইনাল ও মাষ্টার্সের ছাত্র ছিলেন। বর্তমানে দু'একজন ছাড়া কাউকেই ক্যাম্পাসে দেখা যায় না।

চাকসু ভিপি মোঃ নাজিম উদ্দিন ছাত্রলীগ থেকে নির্বাচিত হলেও পরবর্তীতে ছাত্রদলে যোগ দেন। ছাত্রজীবন শেষ করে বর্তমানে পুরোদস্তুর সংসারী তিনি। বর্তমানে ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত। পরিবার এবং ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়েই কাটে তার সময় অথচ এখনো তিনি চাকসু ভিপি।

চাকসু জি এস সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট হতে নির্বাচিত আজিম উদ্দিন অনেক আগেই পাস করে বর্তমানে ব্যবসা করছেন। রাজনীতির সাথে তিনি বর্তমানে সম্পৃক্ত নন বলে জানা গেছে।

এজিএস মাহবুবুর রহমান শামীম বর্তমানে মাষ্টার্স পরীক্ষা দিয়েছেন। ক্যাম্পাস ছাত্রদলের সভাপতি তিনি। তাকে দেখা যায় ক্যাম্পাসে, চাকসুতে।

ক্রীড়া সম্পাদক মোঃ ফেরদাউস বশির পাস করেছেন অনেক আগেই তাই ক্যাম্পাসে তার কোন তৎপরতা নেই।

সাহিত্য সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলাম নিউটন, আপ্যায়ন সম্পাদক মোঃ মামুনুর রশিদ, সমাজ সেবা সম্পাদক ছালাহ উদ্দিন, ছাত্রী মিলনায়তন সম্পাদিকা কানিজ সায়মা পাস করেছেন অনেকদিন এদের কাউকেই ক্যাম্পাসে দেখা যায় না।

বার্ষিকী সম্পাদক সুদীপ্ত দেব ১টি বার্ষিকী বের করেছেন ৬ বছরে। অল্প সংখ্যক বার্ষিকী প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী পায়নি এমনকি সহবার্ষিকী সম্পাদকও পায়নি কোন কপি। বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকদেরও দেয়া হয়নি কোন কপি।

চাকসুর সদস্যদের মধ্যে মোঃ কলিম ছাড়া বাকি ৮ জন বহু আগেই পাস করেছেন। কলিম বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের একটি কমিটির সভাপতির দায়িত্বে আছেন, তাকে প্রায়ই দেখা যায়।

হলের নির্বাচিত নেতারাও পাস করেছেন অনেক আগে।

চাকসু এজিএস শামীম এবং সদস্য কলিম ছাড়া বাকি সবাই ছাত্রত্ব শেষ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই তাদের কর্মকান্ড। তবুও তারা চাকসু নেতা কেননা বাতিল করা হয়নি চাকসু।

তবুও কেটে যায় দিন-

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই প্রত্যক্ষভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিল চাকসু, স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত করেছিল চট্টলবাসীকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রথম শহীদ আবদুর রব ছিলেন চাকসু জিএস, বীরত্বের প্রতীক।

বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদসমূহ সকল আন্দোলন সংগ্রামের মূল নেতৃত্বদানকারী। অথচ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নানাভাবে দমন করা হচ্ছে মুক্ত রাজনৈতিক চর্চা। এভাবে চাকসুর অকার্যকারিতায় নীরবে কেটে যায় বিজয় দিবস, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২৬শে মার্চসহ সকল জাতীয় দিবসগুলো। ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীল কাজে উৎসাহ প্রদানে অনুষ্ঠিত হয় না কোন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা বা খেলাধূলা।

বারবার চাকসু নির্বাচনের দাবি উঠলেও এখনও পর্যন্ত বাতিল করা হয়নি মেয়াদোত্তীর্ণ সংসদ। নির্ধারিত মেয়াদের ৫ বছর বেশি সময় টিকে আছে এই সংসদ, কোন্ আইনে, কোন্ যুক্তিতে তার জবাবদিহিতা প্রশাসনকেই দেয়া উচিত।